





Regd. No. DA 781

Your Right to Know

Toxic animal feed still coming in

Chattogram customs seizes 2,717 tonnes of feed containing banned MBM

MOHAMMAD SUMAN, Ctg

The Chattogram Customs House has recently seized 2,717 tonnes of imported fish and poultry feed containing hazardous ingredients like meat and bone meal (MBM), animal bones and by-products of pigs, which can cause cancer in humans.

The commerce ministry banned the import and sale of MBM on December 26, 2018, following a report of Bangladesh Food Safety Authority.

Such meal is banned in the US, the UK, Brazil and Canada but there is no bar on exporting it to other countries, said customs officials and importers.

In Asia, Bangladesh is the third country to have banned the import of MBM after

Steps against

JU VC if the

allegations

found true

STAFF CORRESPONDENT

Vice-chancellor Prof

Farzana Islam will face

Says Obaidul Quader

Jahangirnagar University

action if the allegation of

giving money to Chhatra

League leaders is found

Quader said yesterday.

to be true, Awami League

General Secretary Obaidul

"If she [VC] is involved

in any unfair activities or if

any link with the misdeed

is proved, we will take

measures," Quader, also

road transport and bridges

SEE PAGE 2 COL 1

India (2001) and Thailand (2017).

The feed, imported from Vietnam, Belgium, Thailand and Indonesia, were seized in July and August based on chemical test reports of the International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh (icddr,b) and Poultry Resource and Training Centre.

Earlier, customs authorities released several thousand tonnes of such feed as the previous chemical reports did not mention the presence of harmful ingredients.

The tests were conducted by Customs House Chemical Laboratory, Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research (BCSIR), Chattogram, and Poultry Resource and Training Centre.

SEE PAGE 2 COL 3

three more aircraft: PM

Bangladesh has a plan to procure three more Dash planes for Biman, Prime Minister Sheikh Hasina has

The country may also buy two more aircraft yesterday while addressing the induction ceremony of the Rajhangsha -- Biman's fourth brand new Boeing

"The inclusion of Rajhangsha into the Biman's fleet is another milestone for the national flag carrier," she told the ceremony at the VVIP

After the inauguration, SEE PAGE 2 COL 5

Pay hike for journalists

Wage Board not implementable

STAFF CORRESPONDENT

of the 9th Newspaper Wage Board unrealistic, Newspaper Owners' newspaper was capable of implementing the 9th Wage Board.

In a statement, it said the newspaper industry was facing various hurdles and implementation of the Wage Board would

SEE PAGE 10 COL 2

Biman to get

UNB, Dhaka

from Boeing, she said 787-8 Dreamliner.

Tarmac of HSIA.

Hasina boarded and PHOTO ON PAGE 16

ROHINGYAS IN VOTER LIST EC staffers, fraud

ring behind it

ARUN BIKASH DEY and FM MIZANUR RAHAMAN, Chattogram

A nexus of brokers and some dishonest staffers of the Election Commission's Chattogram office provides forged national identity cards to Rohingyas, an EC investigation team has found.

Three members of the syndicate were arrested or Monday. An EC laptop, used in the forgery, was recovered from their possession, EC Deputy Director (NID) Iqbal Hossain, head of the three-member team, told The Daily Star yesterday.

The arrestees are Jainal Abedin, 35, office assistant of Double Mooring Election Office under the Chattogram EC office, Bijoy Das, 23, a driver, and his sister Sima Das alias Sumaiya Jahan, 26, said Mohammad Mohsin, officer-incharge of Kotwali Police Station.

Yesterday, Double Mooring Thana Election Officer Pallabi Chakma filed a case against five people, including SEE PAGE 2 COL 6

unrealistic Noab says 9th

Terming the pay scales Association of Bangladesh (Noab) yesterday said no

লোটিএন



Although a footbridge is only about 100 feet away, pedestrians cross Pragati Sarani through a narrow opening in the railing on the central reservation of the road, putting themselves at risk. A man is seen carrying even a bicycle through the gap. The photo was taken near the city's Bashundhara Residential Area yesterday.

> PHOTO: **AMRAN HOSSAIN**

ব্যাংকের সুনামহানির প্রচেষ্টা।। সিটি ব্যাংকের ব্যাখ্যা

দেশের অন্যতম বৃহৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠান দি সিটি ব্যাংক বাংলাদেশের উনুয়নের প্রতিদিনের অংশীদার। কিছুদিন ধরে এই প্রতিষ্ঠানটিকে নিয়ে এর এক প্রাক্তন নারী কর্মকর্তা মিডিয়াতে কিছু মিথ্যাচার করে যাচ্ছেন। বিষয়টি এখন আইনী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলছে বিধায় আমরা পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ব্যাখ্যা দিয়ে বিচারাধীন এ বিষয়কে কোনোভাবে প্রভাবিত করতে চাইনি। আমরা দেশের বিচারব্যবস্থার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল; আমরা চাই বিচারিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সত্য বেরিয়ে আসুক। কিন্তু এই প্রাক্তন নারী কর্মকর্তা যেভাবে দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন মাধ্যমে ব্যাংকের জন্য সুনামহানিকর বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন, তাতে আমাদের শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে আমরা নিচের ব্যাখ্যা প্রকাশে বাধ্য হলাম:

ব্যাংকের বর্তমান এমডি এ-বছরের ১৭ জানুয়ারি দায়িত্ব গ্রহণ করে ২১ জানুয়ারি তারিখে প্রাক্তন এমডির পি.এস. উক্ত নারী কর্মকর্তাকে চাকুরি ছাড়ার পরামর্শ দেন। তার বিরুদ্ধে এরকম দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার পেছনে কিছু গুরুতর অনৈতিক, বেআইনী ও ব্যাংকের ইমেজের জন্য ক্ষতিকর কাজের অভিযোগ ছিল: ক. বাংলাদেশ ব্যাংকের অডিট টিমের সঙ্গে তার অসহযোগিতার লিখিত ও মৌখিক বয়ান: খ. ব্যাংকের পুল কার ড্রাইভারগণ থেকে পাওয়া লিখিত বক্তব্য যে, তিনি রাতে অফিস সময়ের পরে নিয়মিত ব্যাংকের পুলের গাড়ি নিয়ে নিজের একাধিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য জায়গায় যান (এই তথ্যের জের ধরে পরবর্তীকালে পূর্ণাঙ্গ তদন্তে বেরিয়ে আসে যে, তিনি ২০০ রাতের অধিক রাত এই কাজটি করেছেন। বিভাগীয় তদন্তে এজন্য পুল কারের দায়িত্বে নিয়োজিত এক কর্মকর্তা চাকুরি হারান এবং অন্য দুজন শান্তিপ্রাপ্ত হন); গ. ব্যাংকের ২১ নং চাকুরিবিধির স্পষ্ট লজ্মন করে তিনি ৪-৫টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছেন এমন সুস্পষ্ট প্রমাণাদি (তার নিজ নামে ট্রেড লাইসেন্স); ঘ. একটি পাঁচতারা হোটেল থেকে পাওয়া অভিযোগ যে, তিনি নিয়মিত তার ব্যক্তিগত বিলকে অফিসের বিল বলে চালাচ্ছেন ও হোটেল কর্মীদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করেছেন। এতগুলি কারণের প্রেক্ষিতে ব্যাংকের নিয়মিত প্রশাসনিক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে তাকে, মানবিক বিবেচনায়, চাকুরিচ্যুত না করে অন্যত্র চাকুরি দেখতে বলা হয়। এরপর থেকে তিনি অফিসে আসা বন্ধ করে দেন এবং এক পর্যায়ে গত মে মাসে অননুমোদিত অনুপস্থিতির কারণে তিনি চাকুরি থেকে অব্যাহতি পান। এরপর ব্যাংক তাকে তার লোনসমূহ (এক কোটি আট লক্ষ টাকা) পরিশোধের ব্যাপারে তাগাদা দিয়ে একটি চিঠি পাঠায়। এরপরে তিনি ব্যাংক এমডিকে তার নতুন পদপদবীর একটি বিজনেস কার্ড পাঠান যাতে জাতীয় সংসদের লোগো ব্যবহার করে তিনি নিজেকে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের অভিবাসন ও উনুয়ন বিষয়ক সংসদীয় ককাসের 'সম্মানিত চেয়ারম্যানের সচিব' হিসেবে তুলে ধরেন।

এরপরে তিনি ব্যাংকের এমডি, ডিএমডি ও কোম্পানি সেক্রেটারির নামে যৌন হয়রানির অভিযোগ তুলে ১৮ আগস্ট তারিখে গুলশান থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলা দায়েরের একদিন আগে তিনি ব্যাংকের মানবসম্পদ বিভাগের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে দীর্ঘ কথোপকথনে ৫ কোটি টাকা দাবি করেন এবং বলেন যে, এই টাকা দেওয়া হলে তিনি আর মামলা করবেন না। তার এই হুমকিতে তিনি দেশের গণ্যমান্য কিছু ব্যক্তির নামও যুক্ত করেন। তার এই পূর্ণাঙ্গ কথোপকথনটির স্পষ্ট অডিও রেকর্ড ব্যাংকের কাছে আছে। ২০ আগস্ট তারিখে সিটি ব্যাংক তার বিরুদ্ধে এই রেকর্ডেড আলামত সহ একটি 'ব্ল্যাকমেইলিং প্রচেষ্টা' মামলা দায়ের করে।

এই নারী কর্মীর বিরুদ্ধে ব্যাংক গুরুতর কিছু কারণে একটি নিয়মিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল মাত্র। ব্যাংকের শৃঙ্খলা ও ভাবমূর্তি পরিপন্থী কাজে নিয়োজিত যে কারো বিরুদ্ধে নেওয়া এমত প্রশাসনিক ব্যবস্থায় যে কেউ ক্ষুব্ধ হয়ে আইনী আশ্রয় চাইতেই পারেন। কিন্তু আমাদের এই প্রাক্তন নারীকর্মী বস্তুত কী চাচ্ছেন তা আমাদের বোধগম্য নয়। একদিকে ব্যাংকে চিঠি দিয়ে তিনি তার চাকুরি ফেরত চাচ্ছেন, অন্যদিকে ব্যাংকে হুমকি দিয়ে ৫ কোটি টাকা চাচ্ছেন, আরেকদিকে মিথ্যা অভিযোগে মামলা করে মিডিয়াকে ব্যবহার করে আবার ঐ একই ব্যাংকের সুনামের উপর আঘাত হেনে চলেছেন।

ব্যাংকে নয় বছর চাকুরিরত থাকাকালীন তিনি কখনোই বর্তমান এমডির সঙ্গে বা অধীনে কাজ করেননি। প্রাক্তন এমডির পি.এস. হিসেবে তার সবসময়ই সুযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে হয়রানির কথা সরাসরি এমডিকে বা মানবসম্পদ বিভাগকে জানানোর। এই ব্যাংকে মোট ৯০০-র অধিক নারী সন্মানের সাথে আন্তর্জাতিকমানের এক পরিবেশে কাজ করছেন। ২০০৭ সাল থেকে ব্যাংকের আচরণবিধিতে (বিধি নং ১৭) যৌন হয়রানি বিষয়ক নীতিমালা স্পষ্টীকৃত আছে। এ সকল পলিসির সুবিধা না নিয়ে তিনি ব্যাংক থেকে চাকুরি চলে যাবার পরেই এবং ব্যাংক তাকে তার লোন পরিশোধ করতে বলার পরেই কেবল উপলব্ধি করলেন যে তার সঙ্গে যৌন হয়রানিমূলক আচরণ হয়েছিলো!

সিটি ব্যাংকের অবদান দেশের অর্থনীতিতে অনস্বীকার্য। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান আইএফসি (IFC) এ ব্যাংকের বৃহৎ শেয়ারহোন্ডার; ব্যাংকটি আমেরিকান এক্সপ্রেসের মতো প্রতিষ্ঠানের বাংলাদেশের একমাত্র লাইসেন্সধারক; দেশের বর্তমান মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার ২৩ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে এই ব্যাংকটির অর্থায়নে; জাতীয় পতাকাবাহী বাংলাদেশ বিমানের 'মেঘদূত' ও 'ময়ূরপজ্ফী' এয়ারক্রাফট দুটির অর্থায়নের পেছনেও আছে সিটি ব্যাংক। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার স্বপ্নের অন্যতম সহযোগী এ ব্যাংকটি সরকারেরই দেওয়া দেশের 'সেরা ডিজিটাল ব্যাংক' পদকপ্রাপ্ত। ৫,৪০০ কর্মীর এই প্রতিষ্ঠানটি নিশ্চিত যে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিস্বার্থের থেকে বড়। ৩৬ বছর ধরে তিলে তিলে গড়ে ওঠা এই আর্থিক প্রতিষ্ঠানটির সুনাম রক্ষার দায়িত্ব আমাদের সবার। কোনো বিপথগামী ব্যক্তিবিশেষের আচরণ যদি ব্যক্তির ওপরে আক্রমণের ছদ্মবেশে কোনো প্রতিষ্ঠানের ওপরে আঘাত হয় তো, তার বা তাদের অপপ্রচেষ্টার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর দায়িত্বও দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে আমাদের সকলের।

















Freedom fighter Dr. H.B.M. Iqbal has been awarded 'Mother Teresa International Award' for his immense contribution to the Education, Banking, Social & Economic upliftment of the country. Honorable Cabinet Minister of West Bengal Sri Shadhon Pandey handed over the award to him on behalf of the Mother Teresa International Award Committee in Satayjit Ray Auditorium (I.C.C.R Hall), Kolkata recently. A few noble people from Indo Asia subcontinent has been honored with this prestigious award.

Premier Bank Family congratulates Dr. H.B.M. Iqbal for his outstanding achievement.